দৈনিক সংবাদ

২০/১০/২০০৫

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদেশী শিক্ষা পদ্ধতি এদেশে বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও বিদেশে শিক্ষকদের যে মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করা হচ্ছে সে মাপকাঠিতে এদেশের শিক্ষকদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে যতই ঢেলে সাজানোর চিন্তা-ভাবনা করা হোক না কেন, যতদিন পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরের সকল প্রশাসনিক শূন্যপদ পূরণ না করা হবে, ততদিন পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন কিছুতেই সম্ভব নয়। মাধ্যমিক শিক্ষা আজ দায়সারা অবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে, যা মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করলেই প্রত্যক্ষ করা যাবে। জেলায় শিক্ষার গভর্নর জেলা শিক্ষা অফিসার। প্রধানত জেলার শিক্ষার দিকে তাকালে দেখা যায়, অধিকাংশ জেলায় আজ জেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার নেই। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে জেলা শিক্ষা অ[illegible] পরিচালনা করা হচ্ছে। শুধু কাগজপত্রে দস্তখত করা ছাড়া তিনি কিছুই করেন না। কাজেই শিক্ষার উন্নয়ন কতটুকু হচ্ছে এ থেকেই অনুমান করা যায়। অথচ ৩ বছর যাবৎ স্ববেতনে নিয়োগপ্রাপ্ত অনেক সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার আছেন, যারা পদোন্নতির যোগ্য, অভিজ্ঞতাও তাদের যথেষ্ট। কিন্তু তাদেরকে জেলা শিক্ষা হিসেবে পদোন্নতি না দিয়ে পদগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য রাখা হচ্ছে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দিকে তাকালে দেখা যায় দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়েই প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক নেই। সহকারী শিক্ষককে ভারপ্রাপ্ত করে বিদ্যালয় পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে না আছে প্রশাসন, না আছে শৃঙ্খলা, না আছে রীতিমতো পাঠদান কার্যক্রম, যা একমাত্র অভিভাবকবৃন্দ উপলব্ধি করছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৯৮ সালে কিছু সংখ্যক পদোন্নতির যোগ্য সিনিয়র সহকারী শিক্ষককে স্ববেতনে সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রদান করে। ইতোমধ্যে তারা উক্ত পদে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সবচেয়ে সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী পদোন্নতি তো দূরের কথা, স্বপদেই এখনও রেগুলারাইজ করা হচ্ছে না। ইতোমধ্যে অধিকাংশ এ পদোন্নতিযোগ্য শিক্ষক দুঃখ, ক্ষোভ, হতাশা নিয়ে পদোন্নতি ছাড়াই অবসর গ্রহণ করছেন। একটি গণতান্ত্রিক দেশের জন্য এটা কিছুতেই মঙ্গলজনক নয়। স্ববেতনে উচ্চতর পদে দায়িত্ব পালন করার বিধান বিশ্বের কোন দেশেই নেই। আইনের দৃষ্টিকোণ থেকেও তা অন্যায়।

অভিজ্ঞমহল মনে করছেন যারা যখন থেকে স্ববেতনে উচ্চতর পদে আসীন আছেন, সেখান থেকেই সিনিয়রিটি গণনা করে পরবর্তী পদোন্নতির বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। তাহলেই তাদের প্রতি ন্যায় বিচার করা হবে। এ বিষয়ে মাননীয় শিক্ষা সচিব ও মহাপরিচালক মহোদয়ের শুভদৃষ্টি কামনা করছি।

মো. আবদুল মোমেন
শিক্ষক
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম